ইসলামি বিধানের

বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপনা

(আহকামে ইসলাম আকল কি নজর মেঁ'র সরল অনুবাদ)

হাকিমুল উম্মত

হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ.

(মৃত্যু : ১৩৬২ হি.)

মুহাম্মাদ আলী জাওহার

অনূদিত

মাকতাবাতুল আসলাফ

ভেতরের পাতায়

অনুবাদকের আরজ ২১
মুখবন্ধ ২৩

প্রথম খণ্ড

অজু অধ্যায় (২৭-৪৮)

অজুর তাৎপর্য ২৭
শরয়ি বিধানাবলি বিভিন্ন রহস্যে ঘেরা ২৮
অজুর শেষে ৩ বার দোয়া পাঠের হিকমত ৩৩
অজুর ধারাবাহিকতা কেন? ৩৩
পবিত্রতার বিধান কেন? ৩৫
মাথা ও কান মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়ার তাৎপর্য ৩৫
শুধু মাটি ও পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের কারণ ৩৫
অজুর অবশিষ্ট পানি পানের তাৎপর্য ৩৬
অজুর জন্য সাত অঙ্গ নির্ধারণের কারণ ৩৬
অজুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধোয়ার হিকমত ৩৯
মিসওয়াকের উপকারিতা ৩৯
বিসমিল্লাহ বলে অজু শুরু করার তাৎপর্য ৪০
মাথা ও কান একবার মাসেহ করার হিকমত ৪১
অজুতে প্রথমে ডান অঙ্গ ধৌতকরণ, ইস্তিঞ্জা এবং নাক পরিষ্কারের জন্য বাম হাত

নির্দিষ্টকরণের তাৎপর্য ৪২
অজুতে কনুই পর্যন্ত হাত ধুতে হয় কেন? ৪৩
অজুতে নাক পরিষ্কার করার হিকমত ৪৪
অজুতে টাখনু পর্যন্ত পা ধোয়ার রহস্য ৪৪
পা ধোয়া এবং মোজার ওপর মাসেহ করার হিকমত ৪৫
অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা ৪৬

তায়াম্মুম অধ্যায় (৪৯-৫১)

ইসলামে অজু বা গোসলের বিকল্প তায়াম্মুম : হিকমত ও তাৎপর্য ৪৯
তায়াম্মুমের জন্য মাটিকে নির্ধারণ করা হলো কেন? ৫০
তায়াম্মুমে দুটি অঙ্গ নির্দিষ্ট হওয়ার তাৎপর্য ৫১

গোসল অধ্যায় (৫২-৫৫)

অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ৫২
কুকুর বা প্রাণীর ছবিযুক্ত ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না ৫২
কাফের মুসলমান হলে গোসল করার বিধান কেন? ৫৩
ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ ৫৩
অপবিত্র ব্যক্তি ও ঋতুমতীদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত ও নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ৫৩
বীর্যস্খলনে গোসল ফরজ হওয়ার কারণ ৫৪

অজু ও তায়াম্মুম ভঙ্গকারী অধ্যায় (৫৬-৬১)

মলমূত্র ও বায়ু নির্গমনের পর অজু বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ ৫৬
মলমূত্র ত্যাগ ও সহবাসের সময় কিবলাকে সামনে বা পেছনে রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ৫৬
নিদ্রা অজু ভঙ্গের কারণ ৫৮
টয়লেটে প্রবেশ ও তা থেকে বের হওয়ার সময় 'আউজু' ও 'গুফরানাকা' পাঠের কারণ ৫৮

ইস্তিঞ্জার জন্য তিনটি ঢিলা ব্যবহার করা এবং গোবর ও হাড্ডি ঢিলা হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার রহস্য ৫৯
অট্টহাসি, বমি ও নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়ার কারণে অজু ভঙ্গের তাৎপর্য ৬০
টয়লেট চেপে রেখে নামাজ পড়া নিষেধ হওয়ার কারণ ৬১

মোজার ওপর মাসেহ অধ্যায় (৬২-৬৩)

মোজার ওপর মাসেহ করার তাৎপর্য ৬২
মোজার ওপরের অংশে মাসেহ করার বিধান কেন? ৬২
মোজার ওপর মাসেহ করার সময়সীমা ৬২

পানির অধ্যায় (৬৪-৭৩)

একটি আপত্তি ও তার নিরসন ৬৪
প্রবাহিত পানিতে নাপাক বস্তু পতিত হলেও তা অপবিত্র হয় না ৬৪
স্বল্প পানি অপবিত্র হওয়ার হিকমত এবং স্বল্প ও অধিক পানির পরিমাণ নির্ধারণের তাৎপর্য ৬৫
১০০ বর্গহাত পানির বৈশিষ্ট্যের কারণ ৬৫
ইঁদুর ও বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়ার কারণ ৬৬
কুকুর ও বিড়ালের উচ্ছিষ্টের মধ্যে পার্থক্যের তাৎপর্য ৬৬
কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধোয়ার হিকমত ৬৬
ইবাদতের জন্য সময় নির্ধারণের হিকমত ৬৭
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় নির্ধারণের কারণ ৬৯
জোহরের নামাজের সময় নির্ধারণের কারণ ৬৯
জোহরের নামাজ ঠান্ডা করে পড়ার হিকমত ৭০
আসরের নামাজের সময় নির্ধারণের কারণ ৭০
মাগরিবের নামাজের সময় নির্ধারণের কারণ ৭১
ইশার নামাজের সময় নির্ধারণের কারণ ৭১
ফজরের নামাজের সময় নির্ধারিত হওয়ার কারণ ৭২
নামাজের শুরু ও শেষ সময়সীমা বেঁধে দেয়ার তাৎপর্য ৭৩

নামাজের ওয়াজের নিয়মানুবর্তিতার হিকমত ৭৩

আজান অধ্যায় (৭৪-৭৫)

আজান প্রবর্তনের তাৎপর্য ৭৪
আজানের সময় কানে আঙুল দেয়ার হিকমত ৭৪
নবজাতকের কানে আজান দেয়ার রহস্য ৭৫

নামাজের বিবরণ (৭৬-১১৪)

নামাজে কাবামুখী হওয়ার তাৎপর্য ৭৬
নামাজের জন্য স্থান ও পোশাকের পবিত্রতার তাৎপর্য ৭৭
নামাজের জন্য রুকন ও শর্ত নির্ধারণের রহস্য ৭৮
নামাজের হাকিকত ৭৯
নাভির নিচে হাত বাঁধার কারণ ৮০
জামাতের কাতারে ফাঁকা রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ৮০
নামাজে আদবের সঙ্গে দাঁড়াবার হিকমত ৮১
তাকবিরে তাহরিমার সময় উভয় হাত উঠানোর রহস্য ৮১
তাকবিরে তাহরিমার সময় মহিলাদের হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবার কারণ ৮১
নামাজে হাত বেঁধে দাঁড়ানোর কারণ ৮২
নামাজে এদিক-সেদিক তাকানো এবং মানুষের সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ৮২
নামাজে সানা পড়ার কারণ ৮৩
সানার পর আউজুবিল্লাহ পড়ার তাৎপর্য ৮৩
সুরা ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ার তাৎপর্য ৮৪
নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠের তাৎপর্য ৮৪
ফাতিহার সঙ্গে সুরা মেলানোর তাৎপর্য ৮৪
রুকু-সিজদার হাকিকত ৮৫
নামাজে দুটি সিজদা নির্ধারণের কারণ ৮৬
নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহা পড়ার রহস্য ৮৬

সূচিপত্র

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমআ, দুই ঈদ ও হজে মুসলমানদের সমবেত হওয়ার হিকমত..... ৮৭
নামাজে কওমা নির্ধারিত হওয়ার কারণ ৮৮
দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক নির্ধারণের কারণ ৮৮
রুকু ও সিজদায় একাধিকবার তাকবির বলার তাৎপর্য..... ৮৮
জোহর ও আসরের নামাজে নিঃশব্দে এবং মাগরিব, ইশা ও ফজরে সশব্দে কেরাত পড়ার কারণ..... ৮৯
জুমআ, দুই ঈদ ও অন্যান্য নামাজে সশব্দে কেরাত পাঠের কারণ..... ৯০
জুমআ, দুই ঈদ ও অন্যান্য নামাজে খুতবা নির্ধারণের কারণ..... ৯১
নামাজের প্রতি দু-রাকাতে আত্তাহিয়্যাতু নির্ধারিত হওয়ার কারণ..... ৯১
নামাজে তাশাহহুদ নির্ধারিত হওয়ার কারণ..... ৯১
তাশাহহুদে নবিজির প্রতি সালাম নির্ধারিত হওয়ার তাৎপর্য..... ৯২
তাশাহহুদে সাধারণ মুসলমান ও নেককার বান্দাদের প্রতি সালাম নির্ধারিত হওয়ার হিকমত..... ৯২
নামাজে তর্জনী আঙুল দ্বারা ইশারা করার হিকমত..... ৯২
নামাজে অপছন্দনীয় আকৃতি ধারণ নিষিদ্ধ হওয়ার হিকমত..... ৯৩
তাশাহহুদের পর দরুদ ও দোয়া পাঠের কারণ..... ৯৩
সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করার কারণ..... ৯৩
ফরজ নামাজের আগে ও পরে সুন্নত নির্ধারিত হওয়ার কারণ..... ৯৪
চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের শেষ দুই রাকাতে সুরা না মেলানোর কারণ..... ৯৪
নামাজের জামাত এবং কাতার সোজা করার তাৎপর্য..... ৯৫
নামাজে তাশাহহুদের হাকিকত..... ৯৫
নামাজে দরুদ পড়ার হিকমত..... ৯৭
ইমামতি ও জামাতের বিধান কেন?..... ৯৮
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর..... ৯৮
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমআ, দুই ঈদ ও হজে জমায়েত হওয়ার হাকিকত..... ৯৯
নামাজ শেষে দোয়া করার তাৎপর্য..... ৯৯
নামাজির সামনে সুতরা ব্যবহারের তাৎপর্য..... ১০০
গোরস্থানে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ..... ১০১

সূর্যাস্ত, সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরে নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ.....১০২
গোসলখানায় নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ.....১০২
উট বাঁধার স্থানে নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ.....১০২
জবাই করার স্থানে নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ.....১০২
রাস্তায় নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ.....১০৩
ইবাদতে কাজা ও রুখসত নির্ধারিত হওয়ার কারণ.....১০৪
আরামদায়ক সফরে মুসাফিরের জন্য রোজা ভঙ্গের অবকাশ এবং নামাজ কসর পড়ার হিকমত.....১০৫
ঋতুমতীদের জন্য রোজা কাজা করা এবং নামাজ কাজা আদায় না করার হিকমত...১০৬
চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় নামাজ শরিয়তসিদ্ধ হওয়ার কারণ.....১০৭
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর.....১০৯
ইস্তিসকার নামাজে চাদর উল্টানোর হিকমত.....১০৯
দুই ঈদের নামাজের জন্য আজান ও ইকামত না থাকার কারণ.....১১০
ঈদের নামাজে অতিরিক্ত তাকবির বলার কারণ.....১১০
তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠানোর হিকমত.....১১০
পবিত্র কুরআন আল্লাহর নিদর্শনভুক্ত হওয়ার হিকমত.....১১০
রাসুল আল্লাহর নিদর্শন হওয়ার কারণ.....১১১
নামাজের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হওয়ার তাৎপর্য.....১১১
দুই খুতবার মাঝে ইমামের বসার কারণ.....১১২
খুতবায় কালিমায়ে শাহাদাত নির্ধারিত হওয়ার কারণ.....১১২
নামাজে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়ানোর তাৎপর্য.....১১৩
তাকদির ও দোয়ার হাকিকত.....১১৩
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর.....১১৪

জানাজা অধ্যায় (১১৫-১২৪)

জানাজার নামাজ পড়ার তাৎপর্য.....১১৫
শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর হিকমত.....১১৬
ফরজে কেফায়ার রহস্য.....১১৬

জানাজার নামাজ ও দান-সদকার দ্বারা মৃতের উপকার হওয়ার রহস্য ১১৬
মহিলাদের ক্ষেত্রে পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়দের জন্য তিন দিন এবং স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করা সাব্যস্ত হওয়ার হিকমত..... ১১৭
মুসলমানদের মরদেহ মাটিতে দাফন করার হিকমত..... ১১৮
মৃতকে গোসল দেয়ার হিকমত ১২১
মৃত ব্যক্তিকে কর্পূর লাগানোর তাৎপর্য..... ১২২
শহিদকে গোসল না দেয়ার হিকমত ১২২
জানাজার নামাজে সকলের দোয়া পাঠের তাৎপর্য..... ১২৩
ইমামের জন্য মৃতের সিনা বরাবর দাঁড়ানোর হিকমত ১২৩
জানাজার নামাজ শেষে ডানে-বামে সালাম ফেরানোর হিকমত ১২৪
জানাজার নামাজে রুকু-সিজদা ও তাশাহহুদ না থাকার কারণ ১২৪

জাকাত অধ্যায় (১২৫-১৩১)

জাকাত ও সদকার নামকরণ..... ১২৫
জাকাতের তাৎপর্য..... ১২৫
রুপার নেসাব পাঁচ উকিয়া নির্ধারিত হওয়ার কারণ ১২৬
পাঁচ উটে জাকাতের নেসাব নির্ধারিত হওয়ার কারণ..... ১২৭
বকরির নেসাব চল্লিশটি থেকে শুরু হওয়ার হিকমত..... ১২৭
ষাঁড় ও গাভির নেসাব ত্রিশ থেকে শুরু হওয়ার হিকমত..... ১২৭
জাকাতের জন্য নেসাব নির্ধারিত হওয়ার কারণ ১২৮
কৃষিপণ্যের জাকাতে নেসাবের রহস্য..... ১২৮
বছরে একবার জাকাত আদায়ের তাৎপর্য..... ১২৮
বিচরণশীল পশুর ওপর জাকাত ওয়াজিব হওয়া এবং ব্যবহারের পশুতে জাকাত ওয়াজিব না হওয়ার কারণ ১২৯
তিনটি উৎপাদনশীল পণ্যে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার তাৎপর্য..... ১৩০
নবি-পরিবারের জন্য সদকা হারাম হওয়ার কারণ..... ১৩০

দ্বিতীয় খণ্ড

রোজা অধ্যায় (১৩২-১৪৫)

রোজার তাৎপর্য ১৩২
রমজান মাসেই রোজা কেন? ১৩৪
মাহে রমজানে কুরআন খতমের তাৎপর্য ১৩৪
তাড়াতাড়ি ইফতার ও বিলম্বে সাহরি খাওয়ার কারণ ১৩৪
রাতে রোজা নির্ধারিত না হওয়ার কারণ ১৩৫
বছরে কেবল এক মাস রোজা রাখার তাৎপর্য ১৩৫
পহেলা শাওয়াল রোজা হারাম হওয়ার তাৎপর্য ১৩৮
রাতে তারাবির নামাজ বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ ১৩৮
রমজানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাফ করার তাৎপর্য ১৩৯
ভুলে পানাহার করলে রোজা না ভাঙার কারণ ১৪০
বছরে ৩৬ দিন রোজা রাখার দ্বারা সারা বছর রোজা পালনকারীরূপে গণ্য হওয়ার হিকমত ১৪০
রমজানে দোজখের দরজা বন্ধ এবং বেহেশতের দরজা খোলা থাকার কারণ ১৪১
দক্ষিণ ও উত্তর মেরুতে রোজার বিধান ১৪২
সদকায়ে ফিতর বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ ১৪৪
সদকায়ে ফিতরে ১ সা' যব বা খেজুর অথবা অর্ধ সা' গম নির্ধারণের কারণ ১৪৫

ঈদ অধ্যায় (১৪৬-১৫০)

ঈদুল ফিতর নির্ধারিত হওয়ার তাৎপর্য ১৪৬
দুই ঈদ নির্ধারিত হওয়ার তাৎপর্য ১৪৬
কুরবানির ঈদ বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য ১৪৮
দুই ঈদে নামাজ ও খুতবা নির্ধারণের কারণ ১৪৮
ঈদের দিনে উত্তম খাদ্য গ্রহণ ও উত্তম পোশাক পরিধানের তাৎপর্য ১৪৯
ঈদের নামাজে অতিরিক্ত তাকবির বলার তাৎপর্য ১৫০

কুরবানি অধ্যায় (১৫১-১৫৫)

কুরবানি বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ ১৫১
পশু জবাই নৃশংসতা নয় ১৫৩
মানুষ জবাই বৈধ নয় কেন? ১৫৪

হজ অধ্যায় (১৫৬-১৭৮)

হজের তাৎপর্য ১৫৬
বিত্তবানদের ওপর হজ ফরজ কেন? ১৫৯
ইহরাম অবস্থায় শুধু সেলাইবিহীন দুটি চাদর ব্যবহারের তাৎপর্য ১৫৯
হাজরে আসওয়াদ চুমু খাওয়ার ওপর আরোপিত অভিযোগ ও তার উত্তর ১৬০
হাজরে আসওয়াদ চিত্রলিপির নমুনা ১৬০
সাফা মারওয়া সায়ি করার তাৎপর্য ১৬২
হজের জন্য মক্কাকেই কেন নির্ধারণ করা হলো? ১৬৪
হজে মাথা মুণ্ডানোর কারণ ১৬৪
কিবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ার তাৎপর্য ১৬৫
মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা এবং লাব্বাইকা বলার তাৎপর্য ১৬৭
আরাফায় অবস্থানের তাৎপর্য ১৬৮
মিনায় অবস্থানের তাৎপর্য ১৬৯
মাশআরুল হারামে অবস্থানের কারণ ১৭০
পাথর নিক্ষেপের তাৎপর্য ১৭০
বতনে মুহাসসিরে দ্রুতগতিতে চলার রহস্য ১৭২
হারাম শরিফের প্রাণী শিকার না করার হিকমত ১৭২
সওয়ারি থেকে হাজির শিক্ষা ১৭৩
ইহরামের কাপড়ের রহস্য ১৭৩
মিকাত ও হজের কঠোর পরিশ্রমের তাৎপর্য ১৭৩
নিষিদ্ধ কাজ করার দরুন মুহরিমের ওপর কাফফারা অপরিহার্য হওয়ার কারণ ১৭৪
ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী-গমনের দরুন হজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ ১৭৬

হারামের সীমানায় চিল, কাক, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, বাঘ ও পাগলা কুকুর মেরে ফেলা জায়েজ হওয়ার কারণ ১৭৬
ইহরাম অবস্থায় গালিগালাজ ও ঝগড়া-বিবাদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ১৭৭
হাজের বরকতসমূহ ১৭৮

বিবাহ অধ্যায় (১৭৯-২০৪)

বিবাহের উদ্দেশ্য ১৭৯
একাধিক বিয়ের যৌক্তিকতা ১৮২
বিয়ে চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ ১৮৮
একাধিক বিয়ের তাৎপর্যের সারকথা ১৮৯
নিজ উম্মতের চেয়ে প্রিয় নবিজির অধিক বিয়ে করার কারণ ১৯০
মোহরানার তাৎপর্য ১৯৬
অলিমা নির্ধারিত হওয়ার তাৎপর্য ১৯৭
বিয়েতে সাক্ষ্যগ্রহণ ও প্রচারের তাৎপর্য ১৯৮
আকিকা নির্ধারণ ও শিশুর মাথা মুণ্ডানোর কারণ ১৯৮
সপ্তম দিনে আকিকা নির্ধারণ ও নাম রাখার কারণ ১৯৯
নবজাতকের মাথার চুলের সমপরিমাণ রৌপ্য দান করার তাৎপর্য ২০০
আকিকার ক্ষেত্রে ছেলের জন্য দুটি আর মেয়ের জন্য একটি বকরি নির্ধারণের কারণ .. ২০০
মহিলাদের বিবাহের জন্য অলির অনুমতির হিকমত ২০১
পুরুষের জন্য কতক নারী হারাম হওয়ার কারণ ২০২
ইহুদি ও খ্রিস্টান নারীর সঙ্গে মুসলমান পুরুষের বিয়ে বৈধ হওয়ার কারণ ২০৩

তালাক অধ্যায় (২০৫-২৩৫)

স্ত্রীকে তালাক দেয়া জায়েজ হওয়ার হিকমত ২০৫
তালাক প্রদানের মূলনীতি ২০৭
যে কারণে নারীর ইদ্দত পালন জরুরি ২০৭
স্বামীর জন্য বিধবা নারীর চার মাস দশ দিন শোক পালনের কারণ ২০৮
তালাকের ইদ্দত এক হায়েজের অধিক কেন? ২০৮
ইদ্দতের প্রকারভেদ ২০৯

বিধবার ইদ্দত অন্যান্য ইদ্দত থেকে ভিন্ন হওয়ার কারণ ২০৯
মুতা বিয়ে হারাম কেন? ২১৩
হাদিসের আলোকে মুতা বিয়ের নিষিদ্ধতা ২১৩
মুতা বিয়ে অবৈধ হওয়ার যৌক্তিক দলিল ২১৪
শরিয়তে পর্দার বিধান কেন? ২১৫
ঋতুকালীন অবস্থায় স্ত্রী-গমন হারাম কেন? ২১৮
ইস্তিহাজা অবস্থায় স্ত্রী-গমন জায়েজ হওয়ার হিকমত ২১৯
তালাক তিনটিতে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ ২১৯
তালাকে রজয়ি দুই তালাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন? ২২০
তিন তালাকপ্রাপ্তার ২য় বিয়ের পর ১ম স্বামীর জন্য পুনরায় হালাল হওয়ার কারণ ২২১
ইলার মেয়াদ চার মাস নির্ধারিত হওয়ার কারণ ২২৫
নবিদের মৃত্যুর পর তাঁদের স্ত্রীদের বিয়ে করা হারাম কেন? ২২৮
এক নারীর জন্য একাধিক স্বামী গ্রহণের নিষিদ্ধতার কারণ ২৩০
জান্নাতেও নারীদের একাধিক স্বামী না থাকার তাৎপর্য ২৩৪
এক নারীর জন্য একজন স্বামী নির্ধারণের আরেকটি তাৎপর্য ২৩৫

দাস-দাসী অধ্যায় (২৩৬-২৫৪)

ইসলামে দাসপ্রথা এবং ইসলাম-পূর্বে এর অবস্থা ২৩৬
ইসলামে দাস-দাসীদের প্রতি আচরণ ২৩৮

তৃতীয় খণ্ড

ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় (২৫৫-২৫৯)

বাইয়ে সালাম এর বৈধতা ২৫৫
ইজারা জায়েজ হওয়ার হিকমত ২৫৬
মদ, মৃত প্রাণী, শূকর, মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় এবং বেশ্যাবৃত্তি ও গণকের মজুরি হারাম কেন? ২৫৭

পানাহার অধ্যায় (২৬০-২৯৫)

শূকর হারাম হওয়ার কারণসমূহ..... ২৬০
যাবতীয় হিংস্র জন্তু ও শিকারি পাখি হারাম হওয়ার কারণ ২৬১
রক্ত ও মৃত জন্তু হারাম কেন?.....২৬১
বিশেষ ধরনের কাক, চিল, সাপ, বিচ্ছু ও ইঁদুর হারাম হওয়ার কারণ ২৬৪
পোকামাকড় ও কেন্নো হারাম কেন?..... ২৬৬
কুকুর ও বিড়াল হারাম কেন?..... ২৬৬
গিরগিটি হারাম হওয়া এবং তা মেরে ফেলার জন্য কঠোর নির্দেশের তাৎপর্য .. ২৬৭
পেঁচা ও চামচিকা হারাম হওয়ার কারণ..... ২৬৮
গাধা ও খচ্চর হারাম হওয়ার কারণ ২৬৯
হারাম প্রাণী ও হারাম বস্তু সৃষ্টির রহস্য ২৬৯
হারাম প্রাণী ও বস্তুনিচয় হারাম হওয়ার কারণসমূহের মূলকথা..... ২৭০
টিকটিকি হারাম হওয়ার কারণ ২৭১
আহলে কিতাব ব্যতীত অন্য কারো জবাই এবং গায়রুল্লাহর নামে জবাইকৃত ও মৃতপশু হারাম হওয়ার দিক দিয়ে সমপর্যায়ের হওয়ার কারণ ২৭১
স্বাভাবিকভাবে মৃত প্রাণীর রক্ত যখন গোশতের মধ্যে শোষিত হয়ে গোশতেই পরিণত হয়, তাহলে এটা হারাম কেন? ২৭৫
পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে কণ্ঠনালি নির্ধারণের তাৎপর্য ২৭৬
মাছ ও টিডিড জবাই ব্যতীত হালাল হয় কেন?..... ২৭৭
উট, গরু, মহিষ, ভেড়া-বকরি ও দুম্বা হালাল কেন?..... ২৭৮
হরিণ, বন্যগাধা, খরগোশ ও উটপাখি হালাল হওয়ার কারণ ২৭৮
হাঁস, মুরগি, চড়ুইপাখি, কবুতর ও এ ধরনের অন্যান্য প্রাণী হালাল হওয়ার কারণ.. ২৭৮
জান্নাতে শরাব হালাল কেন? ২৭৯
পানপাত্রে মাছি পড়লে তা ডুবিয়ে দেয়ার হিকমত ২৮১
খাবার ও পানপাত্রে শ্বাস ফেলা এবং তাতে ফুঁ দেয়া নিষেধ কেন? ২৮২
গোশত খাওয়া বৈধ হওয়ার কারণ..... ২৮৩
গোশত ও শাক-সবজি মানুষের আত্মিক চরিত্র সৃষ্টি করে ২৮৪
মানুষের মধ্যে ক্রোধ, বীরত্ব, ধৈর্যের গুণাবলি সৃষ্টির রহস্য ২৮৫

পশু জবাইয়ের সময় তাকবির বলার রহস্য ২৮৭
গায়রুল্লাহর নামে জবাইকৃত পশু হারাম হওয়ার কারণ..... ২৮৯
ইসলামে মদ ও জুয়া হারাম কেন?..... ২৯০
সুদ হারাম কেন?..... ২৯৩
সুদ হারাম হওয়ার শক্তিশালী দলিল ২৯৪
খাওয়ার আগে হাত ধুতে হয় কেন? ২৯৫

অপরাধ ও শাস্তি অধ্যায় (২৯৬-৩১২)

মুহসান ব্যভিচারী ও গায়রে মুহসান ব্যভিচারীর শাস্তির মধ্যে পার্থক্য কেন?..... ২৯৬
চুরির শাস্তি ও ব্যভিচারের শাস্তির মধ্যে পার্থক্য কেন?..... ২৯৭
শরাবপান, ব্যভিচার, সমকামিতা ও চুরির শাস্তিতে কাফফারা নির্ধারিত না হওয়ার কারণ..... ৩০০
হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাসের দরুন কাফফারা ওয়াজিব হওয়া আর স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাসের কারণে তা ওয়াজিব না হওয়ার তাৎপর্য..... ৩০০
হত্যা ও ব্যভিচার প্রমাণে সাক্ষীর তারতম্য হওয়ার কারণ ৩০১
একবিন্দু মদ পানে শাস্তি ওয়াজিব হওয়া এবং কয়েক সের মলমূত্র পানাহারে ও শাস্তি ওয়াজিব না হওয়ার কারণ ৩০২
দণ্ডবিধি ও কাফফারা নির্ধারিত হওয়ার হিকমত ৩০২
কিসাস গ্রহণের তাৎপর্য..... ৩০৩
হত্যা হারাম হওয়ার কারণ..... ৩০৩
চুরি হারাম কেন?..... ৩০৩
ব্যভিচার হারাম হওয়ার কারণ..... ৩০৪
সমকামিতা হারাম কেন?..... ৩০৫
হদ, তাজির ও কাফফারার মধ্যে পার্থক্য..... ৩০৫
ওয়াদা ভঙ্গ করা হারাম হওয়ার কারণ..... ৩০৬
দাড়ি রাখা ও গোঁফ ছাঁটার তাৎপর্য..... ৩০৭
পিতা-মাতার অবাধ্যতা হারাম কেন?..... ৩০৭
পাশা, দাবা, তাস, কবুতর ও আতশবাজি ইত্যাদির খেলা হারাম কেন? ৩০৮
স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহারে নারী-পুরুষের ভিন্নতা কেন?..... ৩০৮

ছবি রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ৩১১

উত্তরাধিকার অধ্যায় (৩১৩-৩৫০)

পরিত্যক্ত সম্পদে অংশীদারগণের অংশ নির্ধারিত হওয়ার কারণ ৩১৩
পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের তাৎপর্য ৩১৫
পুরুষের অংশ নারীর দ্বিগুণ কেন? ৩১৮
একজন কন্যা থাকলে সম্পত্তির অর্ধাংশ পাওয়ার কারণ ৩১৯
একাধিক কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ পাওয়ার কারণ ৩১৯
মৃতের সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারিত হওয়ার কারণ ৩১৯
সন্তান না থাকা অবস্থায় পিতামাতা পুরো সম্পদ পাওয়ার কারণ ৩২০
মা ও ভাইবোন থাকা অবস্থায় মা এক-ষষ্ঠাংশ পাওয়ার কারণ ৩২০
স্বামী-স্ত্রীর সম্পত্তি বণ্টনের নিয়ম ৩২১
নিঃসন্তান মৃতের ওয়ারিশগণের কমবেশি অংশ লাভের কারণ ৩২২
মৃতের চাচা ও তার সন্তান মিরাসের হকদার হওয়া এবং তার খালার মিরাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ ৩২৩
কবরের আজাব ও শান্তি সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন ও তার দার্শনিক জবাব ৩২৪
কবরে আজাব ও শান্তি লাভের নমুনা ৩২৭
কবরে ফেরেশতাদের আগমন ৩২৯
কবরে মাটির চাপ ৩২৯
কবর-জগতের বিষয়াদি স্থূল দৃষ্টিতে দেখতে না পাওয়ার কারণ ৩৩০
মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হওয়ার হিকমত ৩৩১
কবরের সওয়াল ও জওয়াব সীমিত হবে কি না? ৩৩১
কবরে প্রশ্নের ভাষা কী হবে? ৩৩২
কবরের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক অসম্ভব না হওয়ার যুক্তি ৩৩২
পুলসিরাতের তাৎপর্য ৩৩৬
শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি রহ.-এর ভাষায় পুলসিরাত ৩৩৭
ইমাম গাজালি রহ.-এর ভাষায় সিরাতে মুস্তাকিমের হাকিকত ৩৩৮
কিয়ামতের হাকিকত ৩৪০

আমলের প্রতিদানের হাকিকত..... ৩৪৫
জান্নাত ও জাহান্নামের হাকিকত..... ৩৪৭
জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান কোথায়?..... ৩৪৮
জান্নাতের নেয়ামতসমূহ..... ৩৪৮
কিয়ামতের দিন হাত-পায়ের বাকশক্তি জনিত বিস্ময়ের অবসান..... ৩৫০

পরিশিষ্ট (৩৫১-৩৭৮)

পরিশিষ্ট : ১..... ৩৫১
পরিশিষ্ট : ২..... ৩৫৬
পরিশিষ্ট : ৩..... ৩৬২
পরিশিষ্ট : ৪..... ৩৭০

প্রথম খণ্ড

অজু অধ্যায়

☑ অজুর তাৎপর্য

পবিত্রতার চারটি স্তর রয়েছে।

১. দেহকে নাপাক ও অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্র রাখা।

২. সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নাফরমানি ও গুনাহ থেকে বিরত রাখা।

৩. অন্তরকে নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য স্বভাব থেকে মুক্ত রাখা।

৪. অন্তরকে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে মুক্ত রাখা।

সুতরাং মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ভ্রান্ত আকিদা থেকে অন্তরকে পবিত্র না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে الطهور شطرالإيمان ونصف الإيمان 'পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ ও ঈমানের অর্ধেক'[১] এই হাদিসের লক্ষ্যস্থল হতে পারবে না। কারণ, ঈমানের সম্পর্ক হলো অন্তরের সঙ্গে। সুতরাং অন্তর যতক্ষণ না পাপ-পঙ্কিলতা মুক্ত হবে, ততক্ষণ পবিত্রতা অপূর্ণ থেকে যাবে।

এগুলো ঈমানের বিভিন্ন স্তর। আর প্রতিটি স্তরের রয়েছে একটি করে শাখা। যে ব্যক্তি নিম্ন স্তরগুলো অতিক্রম না করবে, সে কখনো উঁচু স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হবে না।

[১] মুসলিম, হাদিস : ২২৩; তিরমিজি, হাদিস : ৩৫১৭, ৩৫১৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৩১৩৯

স্মর্তব্য, যতক্ষণ না অন্তরকে মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র করে উন্নত ও প্রশংসনীয় চরিত্রে সমৃদ্ধ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পবিত্রতার মূল রহস্য ও তাৎপর্য বুঝতে পারবে না। আর এ স্তরে কেউ পৌঁছতে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না সে স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় গুনাহ ও আল্লাহর নাফরমানি থেকে পবিত্র করে এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে নিমগ্ন হবে।

যে ব্যক্তি তার মূল্যবান সময়কে পেশাব-পায়খানা, হাত, পা ও মুখ ধৌত করা, পোশাক-আশাকের পরিচ্ছন্নতা এবং প্রবহমান পানির খোঁজে ব্যয় করে, অথচ নিজের ভেতরের পবিত্রতার প্রতি লক্ষ রাখে না, নিঃসন্দেহে সে শয়তানের কূমন্ত্রণায় লিপ্ত রয়েছে। কারণ, বাহ্যিক পবিত্রতা তো কেবল অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার পথ-নির্দেশক মাত্র।

হাত, পা ও মুখ ধৌতকরণ মূলত অন্তরকে নাড়া দেয়ার জন্য। আমাদের সমস্ত বাহ্যিক কথাবার্তা, কাজকর্ম ও চলাফেরার প্রভাব অবশ্যই আমাদের অন্তরে রেখাপাত করে।

কথাটি এভাবেও বলা যায়, বাহ্যিক আচরণই আমাদের অভ্যন্তরে থাকা সবকিছুর প্রতিবিম্ব। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, বাহ্যিক আচরণের প্রয়োজন নেই। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, বাহ্যিকের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতাও জরুরি।

☑ শরয়ি বিধানাবলি বিভিন্ন রহস্যে ঘেরা

এটা যেমন সর্বজনবিদিত ও সুপ্রমাণিত, মহান আল্লাহর সৃষ্ট ওষুধসমূহে নানাবিধ গুণাগুণ ও উপকারিতা রয়েছে, তেমনি তার বিধানাবলিতেও রয়েছে অসংখ্য হিকমত, তাৎপর্য ও নিগূঢ় রহস্য। যেমন : প্রতিটি ভেষজ উদ্ভিদ ও ওষুধে রয়েছে হাজারো গুণাগুণ ও উপকারিতা। এমনকি একই ওষুধে রয়েছে কয়েক প্রকার রোগমুক্তি। সুতরাং উল্লিখিত নীতির আলোকে নিম্নে অজুর কিছু হিকমত ও তাৎপর্য তুলে ধরছি। এছাড়াও এর এবং শরিয়তের অন্যান্য বিধানাবলির বহুবিধ তাৎপর্য রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত।

অজুর প্রথম হিকমত—আলস্য ও উদাসীনতা দূরীকরণ

উল্লেখ্য, কুরআন-হাদিস ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোকে প্রতীয়মান হয়, অজু মানুষকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ বর্জন এবং আলস্য দূর করতে উদ্বুদ্ধ করে। নামাজ যদি অজু ছাড়াই বৈধ হতো, তাহলে মানুষ গাফলতের চাদরে

আবৃত থাকত এবং অলস মন নিয়েই নামাজ আদায় করত। মানুষ পার্থিব চিন্তা ও কর্মব্যস্ততায় মগ্ন হয়ে নেশাগ্রস্তের মতো হয়ে যায়। তাই এ আলস্য ও উদাসীনতার নেশা কাটাতে শরিয়ত অজুর বিধান দিয়েছে; যাতে মানুষ সচেতনভাবে ও নিবিষ্টচিত্তে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হয়।

অজুর দ্বিতীয় হিকমত—রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন

চিকিৎসকগণের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এটাই প্রমাণিত, মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষাক্ত পদার্থসমূহ দেহের বিভিন্ন স্থান দিয়ে বের হয়ে যায়। অতঃপর এগুলো হাত, পা, মুখ ও মাথার ওপর এসে থেমে যায়। ফলে তা বিভিন্ন ধরনের বিষফোড়া ও ফুসকুড়ির আকারে আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা থাকে। দেহের ওই অঙ্গগুলো ধোয়ার ফলে সেই বিষাক্ত পদার্থ দূর হয়ে যায় অথবা দেহের অভ্যন্তরেই পানির সংস্পর্শে এদের সংক্রমণ-ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা পানির সঙ্গে বের হয়ে যায়।

অজুর তৃতীয় হিকমত—আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন

একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের নিয়তে শরয়ি বিধান পালনে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। এই মর্মে ইরশাদ হচ্ছে—

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

> *'নিশ্চয়ই আল্লাহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনকারীগণকে ভালোবাসেন।'*[১]

সুতরাং যে গুণাবলির মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে, সেই গুণে গুণান্বিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অজুর চতুর্থ হিকমত—পাশবিক-শক্তির ওপর ফেরেশতাসুলভ শক্তির প্রাধান্য অর্জন

অর্থাৎ পবিত্রতার গুণ যখন কারো অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন তার ভেতরে ফেরেশতাসুলভ শক্তি অর্জিত হয়। ফলে পাশবিকতার অন্ধকার ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে।

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২২২

অজুর পঞ্চম হিকমত—বিবেকের উৎকর্ষ সাধন

পবিত্রতার মাধ্যমে মানবপ্রকৃতিতে বিবেক ও চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। আর বিবেক যেখানে পরিপূর্ণ হবে, সেখানে আল্লাহর সান্নিধ্যও পূর্ণতা লাভ করবে।

অজুর ষষ্ঠ হিকমত—নুর ও প্রশান্তির প্রত্যাবর্তন

গুনাহ ও উদাসীনতার দরুন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে যেই আধ্যাত্মিকশক্তি ও প্রশান্তির বিলুপ্ত ঘটে, অজু করলে তা পুনরায় দেহে ফিরে আসে। এই আধ্যাত্মিকশক্তিই কিয়ামতের দিন অজুর অঙ্গসমূহে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও আলোকময় হয়ে ঝলকিত হবে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হচ্ছে—

إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.

> *'নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আমার উম্মতগণ এমতাবস্থায় আগমন করবে যে, অজুর কারণে তাদের হাত, পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করতে চায়, তারা যেন বৃদ্ধি করে নেয়।'*[১]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে—

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء

> *'যে পর্যন্ত অজুর পানি পৌঁছবে, সে পর্যন্ত মুমিন বান্দাকে বেহেশতের অলংকার পরানো হবে।'*[২]

অজুর সপ্তম হিকমত—ফেরেশতাদের নৈকট্য লাভ

পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ ফেরেশতাদের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়। ফলে সে মহান আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেবার সুযোগ লাভ করে। কেননা, পবিত্রতার কারণে শয়তান থেকে মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

[১] মুসলিম, হাদিস : ২৪৬
[২] মুসলিম, হাদিস : ২৫০

অজুর অষ্টম হিকমত—পবিত্রাবস্থায় আল্লাহর বিধান পালনে অংশগ্রহণ

নামাজ ইসলামের একটি অতি মর্যাদাপূর্ণ বিধান। তাই এ বিধান আদায়ে অজুকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مفتاح الصلاة الطهور

'নামাজের চাবি হলো অজু।'[১]

অজুর নবম হিকমত—মহান মালিকের দরবারে নিবেদন পেশ

প্রজাসাধারণকে স্বীয় দাবি ও আবেদন পেশ করা এবং বাদশাহি ফরমান শোনার জন্য পূর্ণ তাজিম ও আদব রক্ষা করে শাহী দরবারে যেতে হয়। তবে আবেদন পেশ করার জন্য যেমন মুখ এবং নির্দেশ শোনার জন্য কানের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিতির জন্য হাত, মুখ ও পা ধোয়া এবং পোশাক-আশাক পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হওয়া জরুরি। এ সবকিছুই আবেদনের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষ যখন আমির-উমারা ও রাজা-বাদশাহদের দরবারে গমন করে কিংবা কোনো পবিত্র ও উত্তম কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে এ অঙ্গগুলো ধৌত করে। কেননা, অনাবৃত থাকার কারণে এগুলোর ওপর অনেক ক্ষেত্রে ধুলোবালি ও ময়লা পড়ে থাকে। এবং পরস্পর সাক্ষাৎ বিনিময়ের সময় এ অঙ্গগুলোই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

অজুর দশম হিকমত—মানবদেহের প্রধান অঙ্গসমূহের চেতনা ও শক্তি অর্জন

অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত, হাত-পা ধৌতকরণ এবং মুখ ও মাথায় পানি ছিটানোর ফলে মনের ওপর বিরাট প্রভাব পড়ে। প্রধান অঙ্গসমূহে এক ধরনের শক্তি ও চেতনা সৃষ্টি হয়। এতে অলসতা, উদাসীনতা, তন্দ্রা ও অচেতনতা দূর হয়। এ দাবির সত্যতা অভিজ্ঞ ডাক্তারের গবেষণায় প্রমাণিত। কারণ, কেউ সংজ্ঞাহীন হলে অথবা কারো ডায়রিয়া হলে কিংবা অধিক রক্তক্ষরণ হলে চিকিৎসকগণ তার উল্লেখিত স্থানসমূহে পানি ছিটানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যেমন : আল্লামা আবুল হাসান আলাউদ্দিন কুরাশি স্বীয় মুজায গ্রন্থে এবং অন্যান্য চিকিৎসকগণও বলেছেন, 'মুখ ও হাত-পায়ে পানি ছিটিয়ে দিলে মানবদেহের

[১] আবু দাউদ, হাদিস : ৬১; তিরমিজি, হাদিস : ৩; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৭৫

স্বাভাবিক তাপমাত্রা সতেজ ও শক্তিশালী হয়। জ্বর ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে অজ্ঞান হলে এতেও বেশ উপশম হয়।'

সংগত কারণেই মনের দুর্বলতা, অলসতা ও বিষণ্ণতা কাটানোর জন্য মানুষকে অজু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাতে সে মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য হতে পারে। কেননা, তিনি সদা সজাগ ও সতর্ক। যেমন : তিনি ইরশাদ করেছেন—

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

'আল্লাহ তাআলাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না।'[১]

অতএব গাফেল ও উদাসীন ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়াবার যোগ্য হতে পারে না। এ কারণেই মাতাল ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়া নিষেধ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

'হে মুমিনগণ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তীও হোয়ো না।'[২]

কোনো নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দুনিয়ার কোনো বিচারক বা বাদশাহর কাছে মাতাল অবস্থায় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় না। যখন নেশাখোর ও মদ্যপায়ী ব্যক্তি নেশার আসক্তি নিয়ে দুনিয়ার একজন সামান্য বিচারকের দরবারে উপস্থিত হতে পারে না, তখন সে কীভাবে রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর দরবারে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে! নেশা অবস্থায় নামাজ এজন্য নিষিদ্ধ, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে না সে মুখে কী বলছে আর তার অন্তরে কী রয়েছে। অথচ মহান আল্লাহর অমোঘ বাণী—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা এমতাবস্থায় নামাজ আদায় করবে, যেন তোমাদের অন্তর উপলব্ধি করতে পারে তোমরা মুখে কী বলছ।'[৩]

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৫
[২] সুরা নিসা, আয়াত : ৪৩
[৩] প্রাগুক্ত

☑ অজুর শেষে তওবার দোয়া পাঠের হিকমত

অজুর মধ্যে সাত অঙ্গ ধৌতকরণের মধ্যে রয়েছে সাত প্রকার গুনাহ বর্জনের ইঙ্গিত। পাশাপাশি এতে রয়েছে মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের নমুনা, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার আবেদন এবং দৈহিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রার্থনা। এরপর মৌখিক তওবার দোয়া পাঠ আল্লাহর রহমত লাভের জন্য খুবই উপযোগী হয়ে থাকে। কারণ মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যখন পানি দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়, তখন স্বভাবতই সে চায় তার অন্তরও যেন অনুরূপ পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে তো আল্লাহর কুদরতের হাত ছাড়া অন্য কারো হাত নেই। তাই এ উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরই সকাশে প্রার্থনার হাত তুলে বলা হয়—

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

> *'হে আল্লাহ, আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।'*[১]

☑ অজুর ধারাবাহিকতা কেন?

কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত ধারাবাহিকতার বিপরীত অজু করা বিধি-বহির্ভূত। এর কারণ হলো, সাধারণত মানুষ থেকে আল্লাহ তাআলার বিধান-বিরোধী কাজ ও গুনাহ ওই ধারাবাহিকতায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, অজুর যে ধারাবাহিকতা কুরআনে বর্ণিত আছে। তাই অজুর অঙ্গগুলোকে কুরআনে বর্ণিত ধারাবাহিক পন্থায় ধৌত করে এগুলোকে গুনাহ ও আল্লাহর নাফরমানি থেকে ফিরিয়ে এনে তওবা করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন : সাধারণত যে অঙ্গ দ্বারা মানুষের সর্বপ্রথম গুনাহ প্রকাশ পায়, সে অঙ্গের ব্যাপারে সর্বপ্রথম ধোয়ার বিধান দিয়ে তাকে গুনাহ বর্জন ও তওবার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা অজুর মধ্যে সর্বপ্রথম চেহারা ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর ভেতর মুখ, নাক এবং দুই চোখ অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে কুলি করার মাধ্যমে মুখ পরিষ্কার করা হয়। এতে যেন জবানের তওবা হয়ে গেল। কেননা, জিহ্বা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনে অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

أكثر خطايا ابن آدم في لسانه

[১] তিরমিজি, হাদিস : ৫৫

> *'আদম সন্তানের বেশির ভাগ গুনাহ তার জবান দ্বারাই প্রকাশ পায়।'*[১]

এর কারণ হলো কুফরি বাক্য, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, গালমন্দ এবং হাজারো অশোভন ও অনর্থক কথাবার্তা এ জবান দিয়েই বের হয়। তারপর নাকে পানি ঢেলে পরিষ্কার করা হয়, যা নিষিদ্ধ ঘ্রাণ এবং অহংকারী বোধশক্তি থেকে তওবা করার ইঙ্গিত। তারপর পুরো মুখমণ্ডল, দুচোখ কপালসহ ধৌত করা হয়, যা সামনাসামনি সব গুনাহ এবং চোখের কুদৃষ্টি বর্জনের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। অতঃপর উভয় হাত ধোয়া হয়, যা হাতের গুনাহ বর্জনের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, মানুষ যখন কথা বলে এবং চোখ দিয়ে দেখে, তখন হাত দিয়ে ধরে বা স্পর্শ করে। এরপর মাথা মাসেহ করা হয়, ধৌত করা হয় না। কারণ, মাথা থেকে মূলত সর্বপ্রথম কোনো অপরাধ সংঘটিত হয় না। বরং জবান ও চোখের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। তাই মাথার ক্ষেত্রে ধোয়া ও না ধোয়ার মাঝামাঝি মাসেহের বিধান দেয়া হয়েছে। অতঃপর কান মাসেহ করা হয়। কেননা, বেশির ভাগ সময় মানুষের কানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আওয়াজ প্রবেশ করে। তাই তাকেও ধোয়া ও না ধোয়ার মাঝামাঝি মাসেহের বিধান দেয়া হয়েছে। গর্দান মাসেহ করার মধ্যে সত্য থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নেয়ার মতো ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ থেকে তওবা করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

উল্লেখিত অঙ্গ তথা মাথা, কান ও গর্দান মাসেহের ক্ষেত্রে অবাধ্যতা, হঠকারিতা ও সত্যকে মেনে না নেয়ার মতো গর্হিত কাজ থেকে তওবা করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হলো, এগুলোকে ধোয়ার বিধান প্রদান করা হলে বিরাট সংকট সৃষ্টি হতো এবং মানুষ ভীষণ কষ্টে পড়ে যেত। কারণ, যে ব্যক্তির পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে পাঁচবার অজু করার প্রয়োজন পড়ে, তার মাথায় যদি প্রত্যেকবার পানি ঢালতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এ কাজ তার জন্য অনেক কষ্টের হবে। অথচ আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

> *'আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো সংকট ও জটিলতা সৃষ্টি করতে চান না।'*[২]

সবশেষে পা ধৌত করা হয়। কেননা চোখ দর্শন করে, জবান কথা বলে, হাত নড়াচড়া করে এবং কান শ্রবণ করে। আর সবার পরে পা চলে। তাই পা

[১] তবরানি, আল-মুজামুল কাবির, হাদিস : ১০৪৪৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১০/৩০২
[২] তবরানি, আল-মুজামুল কাবির, হাদিস : ১০৪৪৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১০/৩০২

ধোয়াকে সবার পরে নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার বিরোধিতা সবার পরে সংঘটিত হয়। বিধায় সবার পরে তার তওবার বিষয়টি এসেছে। আর তিনবার করে প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার বিধান দ্বারা তওবার তিন শর্ত তথা গুনাহের ওপর অনুতপ্ত হওয়া, গুনাহ বর্জন করা এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

☑ পবিত্রতার বিধান কেন?

পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্য হলো অভ্যন্তর আলোকিত হওয়া, আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করা। কুচিন্তা দূরীভূত হয়ে যাওয়া। দুশ্চিন্তা, পেরেশানি ও অস্থিরতা প্রশমিত হওয়া।

মূলকথা, পবিত্রতার প্রাণ হলো অন্তর আলোকিত হওয়া এবং মন স্থির ও প্রশান্ত হওয়া।

☑ মাথা ও কান মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়ার তাৎপর্য

অজুতে মাথা ও কান মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেয়ার বিধানে এ অঙ্গগুলোর নতুন করে তওবা করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

☑ শুধু মাটি ও পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের কারণ

মাটি ও পানি দ্বারা পবিত্রতা বিধিসম্মত হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম ও সুস্থ বিবেকসম্মত। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে—

১. আল্লাহ তাআলা পানি ও মাটির মধ্যে সৃষ্টিগত ও নীতিগতভাবে ভ্রাতৃত্বভাব ঢেলে দিয়েছেন। তাই এ দুটোকে পবিত্রতার জন্য নির্ধারণ করেছেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা আদম আ. ও আদমসন্তানদের এ উভয় উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এ মাটি পানিই যেন আমাদের মা-বাবা এবং তাদের সন্তানদের মা-বাবা। এজন্য পবিত্রতা অর্জনের জন্য এ দুটোকে বেছে নেয়া হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক প্রাণীর ভারসাম্য মাটি পানি দ্বারাই ঠিক রেখেছেন। তাই এর থেকেই আদমসন্তান, পশুপাখি ও জীবজন্তু ইত্যাদির আহারের ব্যবস্থা করেছেন। কেননা, মাটি পানির অস্তিত্ব বেশ ব্যাপক

এবং অতি সহজলভ্য।

৩. চেহারাকে মাটিতে মেশানো আল্লাহর নিকট বেশ পছন্দনীয়। আর যেহেতু এ উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক খুবই সুদৃঢ় ও সুসংহত, তাই শরিয়তেও এদের পরস্পরের সম্পর্ক অটুট রাখা হয়েছে।

এসব কারণে পবিত্রতা অর্জনের উপাদান হিসেবে মাটি ও পানিকে বেছে নেয়া হয়েছে।

☑ অজুর অবশিষ্ট পানি পানের তাৎপর্য

অজুর অবশিষ্ট পানি পান করার তাৎপর্য হলো, মানুষ যেমন স্বীয় বাহ্যিক অঙ্গে পানি ঢেলে বাহ্যিক গুনাহ থেকে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। তদ্রূপ অজুকারী ব্যক্তিও অজুর অবশিষ্ট পানি পান করে যেন এদিকে ইঙ্গিত করে, হে আল্লাহ, আপনি যেভাবে আমার বাহ্যিক অঙ্গগুলোকে পবিত্র করেছেন, অনুরূপ আমার অন্তরকেও পবিত্র করে দিন!

☑ অজুর জন্য সাত অঙ্গ নির্ধারণের কারণ

মানুষের গড়ন ও গঠনপ্রকৃতির দিকে তাকালে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, মানুষের সাতটি অঙ্গের সঙ্গে ইসলামি বিধান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলো দ্বিমুখী শক্তিসম্পন্ন। অঙ্গ সাতটি হলো :

১. মুখ,

২. চোখ,

৩. কান,

৪. মস্তিষ্ক (এতে মাথা ও নাক অন্তর্ভুক্ত)

৫. হাত,

৬. পা এবং

৭. লজ্জাস্থান।

এ অঙ্গগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জীবনোপকরণ ও পুনরুত্থানের বিধিবিধান। এগুলো দ্বিমুখী হওয়ার কারণ হলো :

১. এগুলোর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নাফরমানি করে নিজেদের জন্য সাত

জাহান্নামের পথ তৈরি করে। আবার এগুলোর মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করে নেক আমলের বিনিময়ে সাত জান্নাত এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে আরও একটি জান্নাত লাভ করে। কেননা, দানশীলের অভ্যাসই হলো নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশে প্রতিশ্রুতির চেয়ে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা।

২. অজুতে সাত অঙ্গ ধোয়ার দ্বারা সাত প্রকার মৌলিক গুনাহ থেকে তওবা করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে—

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

> *'নিশ্চয়ই আল্লাহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনকারীগণকে ভালোবাসেন।'*[১]

পবিত্র কুরআনের এ অনাবিল বাণীতে প্রত্যেক পবিত্রতা অর্জনকারীকে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া এবং গুনাহ বর্জনের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। সুতরাং অজুতে সাত অঙ্গের নির্ধারণ মূলত বান্দার সাত ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্রতা অর্জনের ইঙ্গিত। যেন মানুষ জাহান্নামের নিদর্শন থেকে মুক্তি লাভ করে শাশ্বত জান্নাতের উপযুক্ত হতে পারে। এ বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول اللّهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين الا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ উত্তমরূপে অজু করবে। তারপর এই দোয়া পাঠ করবে,

اللّهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين

> *(হে আল্লাহ, আমাকে তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন)। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে।'*[২]

প্রিয় নবির এ নির্মল বাণী এ কথার প্রতি নির্দেশ করে, অজু বিধিসম্মত হওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, এর মাধ্যমে তওবা ও অন্তরের স্বচ্ছতা লাভ করা।

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২২
[২] মুসলিম, হাদিস : ২৩৪

আর সাত অঙ্গ ধৌতকরণের হিকমত হলো, এ অঙ্গগুলোই জান্নাত-জাহান্নাম লাভের মাধ্যম।

কবি চমৎকার বলেছেন,

راہ جنت ونار ایں اعضائے تست
ہر چہ کاری بد روی بر رائے تست

'তোমার অঙ্গগুলোই জান্নাত ও জাহান্নামের পথ হবে,
তুমি করবে যা পাবেও তা রোজ হাশরে।'

মূলত এ অঙ্গগুলো দ্বারাই নফসে আম্মারা—কুপ্রবৃত্তির—মন্দ ও অশুভ কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। কবির ভাষায়,

قصۂ نفس از بپرسی اے پسر
قصۂ دوزخ بخواں با ہفت سر

'শুধাও তুমি আমায় নফসের গল্প,
শূন্য থলি নিয়ে ফিরে যাও হে বৎস!
বরং আগে উপলব্ধি করো 'সাত' এর রহস্য,
পরে পাঠ করো দোজখের গল্প।'

৩. আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সে যা চোখ দিয়ে দেখে, কানে শ্রবণ করে, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেয়, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করে এবং হাতে যা স্পর্শ করে—এর প্রভাব তার অন্তরে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখানে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়, যা তার চরিত্রের ওপর প্রভাব পড়ে। মানুষের অন্তর থেকে প্রকাশিত বস্তুর তুলনায় বাহির থেকে অন্তরে প্রবেশকৃত বস্তুর পরিমাণ বেশি। এককথায় বলা যায়, বাহির থেকে অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত বস্তুই অন্তরে প্রকাশ পায়। সুতরাং অন্তরের পরিচ্ছন্নতার জন্য সেই সাতটি অঙ্গ ধৌত করা বেশ উপকারী, যেগুলো মানুষের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে। কেননা, যেভাবে বাহ্যিক অঙ্গসমূহ ধোয়ার মাধ্যমে তাতে আনন্দ, প্রশান্তি ও জ্যোতি সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ অন্তরেও এর প্রভাব সৃষ্টি করে।

এসব কারণে অজুতে সাতটি অঙ্গের পবিত্রতা অর্জনের বিধান দেয়া হয়েছে।

☑ অজুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধোয়ার হিকমত

অজুতে প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধোয়ার মধ্যে হিকমত হলো :

১. এতে তিনটি শর্তের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ক. কৃত গুনাহ বর্জন করা। খ. কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং গ. ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

২. প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধোয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, তিনবারের কমে নফসের ওপর পরিপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি হয় না। যা অসম্পূর্ণতার লক্ষণ। আর তিনবারের অধিক ধৌতকরণে বাড়াবাড়ি ও অপচয়ের শামিল। কেননা, অঙ্গগুলো ধৌতকরণের জন্য যদি একটি সীমা নির্ধারিত না থাকত, তাহলে সন্দেহপ্রবণ মানুষ সারাদিন হাত-পা ধোয়াতেই লিপ্ত থাকত। এতে তাদের নামাজের ফুরসত মিলত না। এ কারণেই এক সাহাবি যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন, অজুতে কি অপচয় আছে? উত্তরে তিনি বললেন—

نعم، وإن كنت على نهر جار

> *'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই (অজুতেও অপচয় রয়েছে); যদিও তুমি প্রবহমান নদীর পাড়ে বসে অজু করো না কেন।'*[১]

অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষ অঙ্গসমূহে অধিক পানি ঢাললে যদিও এতে পানির অপচয় হয় না, কিন্তু অজুকারীর সময় যে নষ্ট হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সময় নষ্ট করাও বিরাট অপচয়ের শামিল।

☑ মিসওয়াকের উপকারিতা

মিসওয়াকের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে :

১. স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁত পরিষ্কার রাখার মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। তবে যদি কোনো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির দরবারে যাওয়ার ইচ্ছা করা হয়, তাহলে এর পূর্বে বাহ্যিক বেশভূষা পরিপাটি করা এবং দাঁত পরিষ্কার করার গুরুত্বের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, কথাবার্তা বলার সময় দাঁতের হলদে ভাব ও ময়লা দৃষ্টিগোচর হলে রুচিশীল মানুষের

[১] ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৭০৬৫

মনে ঘৃণা জন্মে। আর রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর দরবার থেকে আর কার দরবার বড় হতে পারে, যার জন্য এ প্রস্তুতি গ্রহণ করা যেতে পারে? কেননা,

إنَّ الله جميل، يحب الجمال

'আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।'[১]

সুতরাং কীভাবে তিনি দাঁতের ময়লা পছন্দ করতে পারেন? এজন্য ইসলামের সবচেয়ে বড় ইবাদত নামাজ আদায়ের পূর্বে যেমন অন্যান্য ময়লা ও অপবিত্রতা দূর করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়, ঠিক তেমনি দাঁতের ময়লা ও মুখের দুর্গন্ধ দূরীকরণে সচেষ্ট থাকা একান্ত কাম্য। ফলে নামাজের পূর্বে মিসওয়াক করার বিধান দেয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহর বিধান পালনে দৈহিক উপকারিতার পাশাপাশি পারলৌকিক কল্যাণ ও সফলতাও রয়েছে।

২. দীর্ঘদিন মিসওয়াক না করার ফলে দাঁত ও মাড়ির মধ্যে খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ও ময়লা জমে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। ফলে সে যখন মসজিদে গিয়ে নামাজে দাঁড়ায়, তখন মুসল্লি ও ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। আর এটি আল্লাহ ও মানুষের নিকট অতি ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় বিষয়।

☑ বিসমিল্লাহ বলে অজু শুরু করার তাৎপর্য

যেহেতু নামাজের জন্য পবিত্রতার বিধান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, তাই সওয়াব ও পুণ্যের আশায় তাঁরই নামে পবিত্রতা শুরু করা উচিত। হাদিস শরিফে ইরশাদ হচ্ছে—

إنما الأعمال بالنيات

'নিশ্চয়ই সকল আমলের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'[২]

কবির ভাষায়,

سید الاعمال بالنیات گفت
نیت خیرت بہے گلہا شگفت

[১] মুসলিম, হাদিস : ৯১; ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৫৪৬৬
[২] বুখারি, হাদিস : ১; আবু দাউদ, হাদিস : ২২০১; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৪২৪

'যে আমলের নিয়ত ভালো, সেটাই হলো মূল,
ভালো নিয়তে ফোটে শত রঙিন ফুল।'

পক্ষান্তরে আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্য লাভের আশা বিবর্জিত অমনোযোগিতা ও উদাসীনতার সঙ্গে অজু করলে কোনো সওয়াব হবে না। তাই বিসমিল্লাহর সঙ্গে অজু করা শরিয়তসম্মত হয়েছে, যেন নামাজের মাধ্যমে বান্দার অন্তরে আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও তাঁর প্রতি ধাবিত হওয়ার ঝোঁক সৃষ্টি হয় এবং গাফলাত ও আলস্যের চাদর ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারে। তাই তো প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لاوضوء لمن لم يذكراسم الله عليه

> *'যে ব্যক্তি অজু করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, তার অজু পরিশুদ্ধ হয় না।'*[১]

☑ মাথা ও কান একবার মাসেহ করার হিকমত

উল্লেখ্য, অজুতে হাত, পা ও মুখ তিনবার করে ধোয়া সুন্নত। অথচ মাথা ও কান তিনবার মাসেহ করা নিষেধ। এর কারণ হলো, মূলত অন্যান্য অঙ্গসমূহের ন্যায় মাথা, কানও তিনবার মাসেহ করার বিধান ছিল। কিন্তু সহজসাধ্যতা ও কষ্ট লাঘবের জন্য শরিয়ত দু-বার কমিয়ে একবারের বিধান দিয়েছে।[২]

এর ব্যাখ্যা হলো, বস্তুত মাথা ও কান ধোয়ার পরিবর্তে মাসেহের বিধান দেয়া হয়েছে কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে। এখন যদি এগুলো তিনবার মাসেহ করা হয়, তাহলে কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। কারণ, যে অঙ্গের ওপর তিনবার মাসেহ করা হবে, তা প্রায় ভিজে যাবে। অধিকন্তু শীতপ্রধান দেশে কান ও মাথাকে ঠান্ডার প্রকোপ থেকে বাঁচানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং সেসব দেশের লোকদের প্রত্যহ পাঁচবার কান ও মাথা ধুতে হলে তাদের জন্য এটা প্রাণনাশ কিংবা রোগ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াত। তাই সাবধানতা ও সতর্কতামূলক কান ও মাথার ক্ষেত্রে শুধু একবার মাসেহ করার বিধান দেয়া হয়েছে।

[১] তিরমিজি, হাদিস : ২৫; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৯৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৬৫১
[২] বিস্তারিত জানতে পড়ুন, শরহে মুসনাদে ইমাম আজম রহ. : পৃ. ২১৯, ২৮০